ভারতে সংরক্ষণ কেন?

সুমিত্রা পদ্মনাভন

সাধারণ সম্পাদক, হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন

যে দেশ দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের মুখে অন্ন তুলে দিতে পারেনি, প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বত্র ছড়াতে পারেনি, সেখানে ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানেজমেন্টে প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ আসন সংরক্ষণের কথা বলাটা—অভুক্ত শিশুর হাতে হঠাৎ একটা ললিপপ ধরিয়ে, গাল টিপে আদর করে দেওয়ার মতই একটা নিষ্ঠুর প্রহসন।

একুশ শতকে সব মানুষ যেন সত্যিই ভুলে যায় জাত-পদবী-বংশ পরিচয়। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, কিন্তু মেধাবী ছাত্রদের ভর্তুকির ব্যবস্থা করা হোক শুধুমাত্র আর্থিক অবস্থা দেখে—নাম পদবী নয়। মেধার তালিকা মেনে ভর্তি নেওয়া হোক এইসব উচ্চশিক্ষার ও পেশাভিত্তিক শিক্ষার ক্লাসে—নাম, পদবী জাত দেখে নয়।

কোটার তালিকা থেকে ১০০ জনকে ভর্তি করার অর্থ, মূল তালিকা থেকে যারা ভর্তি হ'ল—তার পরের ১০০ জন **মেধাবী, নির্দোষ ছেলেমেয়েকে অন্যায় ভাবে বঞ্চিত করা। জাত মেনে বঞ্চিত করা। এটাও জাত প্রথা।** জাত-পাত সম্বন্ধে আজকের যুবসমাজকে আরও বেশি সচেতন করা, নিজেদের মধ্যে লড়িয়ে দেওয়া—সবই ভোটের রাজনীতি মাথায় রেখে।

যারা ন্যাকামী করে বলছেন—'যে আদিবাসী ছেলেটির বাপ ঠাকুর্দা মাথায় বোঝা নিয়ে দৌড়ে গেছে জঙ্গলের রাস্তায়...তাকে বীজগণিতের খেলায় নিয়ে আসতে হলে সংরক্ষণ দরকার' ইত্যাদি! বা মেধা কিছু 'দৈব ক্ষমতা' নয়—তাঁরা কি ভুলে গেছেন—

(১) মেধা বৃদ্ধির কিছু ধাপ আছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক—সেই শিক্ষাকে আরও অনেক প্রসারিত করে তবেই তাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার মেধা তৈরি হ'তে পারে। কোন শর্টকাট নেই।

(২) ডাক্তারি ইত্যাদি প্রফেশনাল কোর্সে পড়তে কোনও প্রত্যন্ত গ্রামের আদিবাসী ছেলে কি আসতে পারবে? না কি লক্ষপতি, একর একর জমির মালিক জাঠ, যাদব—যাদের কোটার নাম "ও.বি.সি." তারাই আসবে ইঞ্জিনিয়ার হতে। ফলে বাদ যাবে মেধা তালিকায় এগিয়ে থাকা নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাড়ির কেরানীর ছেলে ঘোষ, বোস, সুব্রহ্মণ্যম-রা। কারণ কি? **তাদের জাত।**

(৩) যেহেতু রাষ্ট্রশক্তি মিডিয়াকেই ব্যবহার করে, কিছু কিছু মিডিয়া তাই উঠে পড়ে লেগেছে---রাষ্ট্রের দালালি করতে—সংরক্ষণের পক্ষে— ক্ষিপ্ত ডাক্তারি ছাত্রদের ছবি ছাপা হয় শ্লেষোক্তি সমেত। তারা কি ছাপবে সেইসব ছবি যেখানে ভূ-স্বামী যাদব বা জাঠ নেতারা (ওবিসি) পুড়িয়ে দিচ্ছে নিম্নবর্গীয় মানুষের ঘরদোর? "দৌড় শুরুর আগেই দুপা ভেঙে দেওয়া" হাস্যকর কথা বলছেন এক দৈনিক পত্রিকার ধামাধরা লেখক আবেগের আতিশয্যে। ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং দৌড়ের শেষ দিকে। দৌড় শুরুতে সবাইকে সমান সুযোগ দিতে, সম-মানবিশিষ্ট ইস্কুল-কলেজের সংখ্যাধিক্য প্রয়োজন। আর আদিবাসী ছেলেদের শক্তি, ক্ষিপ্রতা, বুদ্ধি, মেধাকে কাজে লাগাতে তাদের জন্য 'ভোকেশনাল ট্রেনিং' কারিগরী শিক্ষা-এর ব্যবস্থা করা হোক। সেখানে ভর্তির পরীক্ষায় দেখা যাবে ঘোষ, বোস ইত্যাদি শহুরে ছেলেদের দম ফুরিয়ে যাবে। গ্রামের স্মার্ট, ছটফটে ছেলেরা স্ব-ক্ষমতায় এগিয়ে যাবে। **মানুষকে 'পাইয়ে' না দিয়ে, তাকে পাওয়ার উপযুক্ত করে তৈরি করাটা অনেক সম্মানজনক।** মেয়েদের জন্য কারিগরী, নার্সিং, ফার্স্ট এইড এর শিক্ষা দিয়ে তাদের গ্রামে হেলথ সেন্টারে নিযুক্ত করা যেতে পারে।

(৪) বিজ্ঞান পেশায়, ডাক্তারিতে বহু তথাকথিত নিম্নবর্গীয় ছেলেমেয়ে আছে যারা মেধা দিয়েই এগিয়ে এসেছেন—তাদের 'পাইয়ে' দেওয়া হয়নি। এই 'সংরক্ষণ' প্রথা তাদেরকে অপমান করা। তাদের নিজেদেরই উচিৎ এই লজেঞ্চুস ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সুযোগের জন্য দাবী করা।

(৫) ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী—এরা সব জনগণের সেবা করেন—আমরা জানি ডাক্তারের নাম, জাত, ধর্ম যাই হোক, তিনি যোগ্য-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষিত। জনগণ ভরসা করেন তাঁদের ওপর। কিন্তু সংরক্ষণ এমন ভয়ঙ্করভাবে চালু হলে এরপর সন্দেহ হবে—ডাক্তার 'অমুক'—কোটায় ভর্তি নয় তো? মনে মনে জনসাধারণ জাত-সচেতন হয়ে উঠবে আরও বেশি করে।

(৬) মন্ত্রীসভায় এই কোটা চালু করতে রাজী তো নেতাবাবুরা? সেখানেও অর্দ্ধেক সংরক্ষিত রাখা হোক না। সেখানেও তো উচ্চবর্ণের ভিড়!

(৭) সমস্ত যোগ্য ছাত্রদের পরীক্ষা হোক। কড়াভাবে মেধা তালিকা মেনে ভর্তির আহ্বান জানানো হোক। যারা অর্থাভাবে ভর্তি হতে পারছে না—তাদের সবাইকে পড়ার খরচ দিক রাষ্ট্র। তবেই মানুষকে, তার প্রচেষ্টাকে তার মেধা-বুদ্ধিকে যোগ্য সম্মান জানানো হবে।

যে 'ভাবী ডাক্তার' দাঁত মুখ খিঁচিয়ে প্রতিবাদ করছে সংরক্ষণের—সে অল্পবয়সী। পড়াশোনা করে পাশ করে ভর্তি হয়েছে। জাতপ্রথার ইতিহাস সে জানে না। সে শুধু জানে সে নিজে হয়ত জয়েন্টে ১০০ তম হয়ে ভর্তি হয়েছে। তার প্রিয় বন্ধুরা কেউ ৩০০ বা ৪০০ 'র‍্যাংক' পেয়ে হতাশ। অথচ তার রুম-মেট-এর স্থান মেধা তালিকায় ৩০০০। কারণ সে তফশিলি জাতিভুক্ত। নতুন করে এরা জাত সচেতন হচ্ছে। এই প্রজন্ম। ওরা ক্ষুব্ধ এই বৈষম্য দেখে।

যে কোন বৈষম্যই বেদনাদায়ক অমানবিক। অতীতের বৈষম্যকে ব্যালান্স করতে যদি বর্তমানে নতুন বৈষম্যকে উৎসাহ দেওয়া হয়, তাহলে আজকে সব মেয়েদের উচিৎ—পুরুষদের উপর অত্যাচার করা, পেটানো, পোড়ানো! এই কি যুক্তি? সবচেয়ে লজ্জা—**বিভাজনটা কেন 'জাত' নিয়ে? কেন শহর-গ্রাম, কেন গরীব-বড়লোক নিয়ে নয়?**